ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৫/০১/২০১৮ ।।

প্রত্যেকরায়ে পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব শুরু

ধর্মনগর,১৫ জানুয়ারী ।। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া ব্লকের প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের প্রত্যেকরায় বড় আখড়া প্রাঙ্গণে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে চারদিনব্যাপী প্রত্যেকরায় পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব। এই সংহতি উৎসবের আয়োজক তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, প্রত্যেকরায় বড় আখড়া পরিচালন কমিটি এবং কালাছড়া ব্লক। চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী এই পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসবের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ। শ্রীমতী নাথ এদিন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত কদমতলা কৃষি মহকুমা ভিত্তিক সব্জি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। মৎস্য দপ্তর, সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রদর্শনীমূলক স্টলের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত। সংহতি উৎসবে বিভিন্ন দপ্তরের ১৩টি প্রদর্শনী মন্ডপ ও স্ব-সহায়ক দলগুলির পক্ষ থেকে স্টল খোলা হয়েছে। এই মেলা ও উৎসবের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, এই মেলায় প্রতি বছর রাজ্য ও বহিঃরাজ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন। মেলায় সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটে। তিনি এই মেলবন্ধনকে অটুট রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মেলায় মুক্তমঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ বাড়বে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, দেশে মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ বপণ করা হচ্ছে। এদের সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থেকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বিধায়ক মহ: ফয়জুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব সুদীর্ঘ বছর ধরে জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির মধ্য দিয়ে মিলন মেলায় রূপ নেয়। এতে মানুষের মধ্যে একতা ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক সুবোধ দাস বলেন, মেলায় পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় ও ভাবের আদান-প্রদান হয়। এতে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি কে চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত, প্রত্যেকরায় পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান, অনুষ্ঠানের সভাপতি রজনীকান্ত সরকার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কালাছড়া ব্লকের বি ডি ও আশীষ বিশ্বাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেকালোক স্মরণিকার মলাট উন্মোচন করেন বিধায়ক সুবোধ দাস। সুবল চক্রবর্তীর কবিতা সংগ্রহের আবরণ উন্মোচন করেন বিধায়ক মহ: ফয়জুর রহমান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তি রাণী দেবনাথ, প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েত প্রধান নিকুঞ্জ নম: এবং প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুধাংশু দেবনাথ প্রমুখ। চারদিনব্যাপী এই মেলা ও উৎসব চলবে আগামী ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত।

কৈলাসহরে পথ নাটক সপ্তাহ

কৈলাসহর, ১৫ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরে পথ নাটক সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হল। কৈলাসহর পুর পরিষদ ভবনের সামনে নাট্য সংস্থা নির্ঘোষ নিক্কন উপস্থাপিত করে তাদের পথ নাটক দে-লাড়াইয়্যা। স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে এই নাটকের রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সৈকত দেব। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। সফদর হাসমি স্মরণে প্রতি বৎসর ৭ই জানুয়ারী থেকে পথ নাটক সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়।

মোহনপুরে পথনাটক সপ্তাহ উদযাপিত

মোহনপুর, ১৫ জানুয়ারী ।। মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি মোহনপুর মহকুমা এলাকার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে পথনাটক সপ্তাহ। মহকুমার মিলন নাট্য সংস্থার পরিবেশনায় মহকুমার কলাগাছিয়া বাজার, তুলাবাগান চৌমুহনী, তালতলা, যুবতারা বাজার এবং হেজামারায় পথ নাটকগুলি উপস্থাপিত হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর এই নাটকগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

জিরানীয়া মহকুমায় পথ নাটক সপ্তাহ

জিরানীয়া, ১৫ জানুয়ারী ।। সম্প্রতি জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে মহকুমায় পথ নাটক সপ্তাহ উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে পথ নাটক পরিবেশিত হয় মহকুমার জিরানীয়া বাজার, চম্পকনগর, খুমুলুঙ, শচীন্দ্রনগর ইত্যাদি স্থানে।

সোনামুড়ার বটতলীতে পৌষ সংক্রান্তি মেলা সম্পন্ন

সোনামুড়া, ১৪ জানুয়ারী ।। শান্তি,সম্প্রীতি ও মৈত্রীর পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে সোনামুড়ার বটতলীতে আজ সম্পন্ন হল দুদিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলা। কাঁচিগাং ছড়া ও গোমতী নদীর সঙ্গম স্থলে মকর সংক্রান্তির দিনে আয়োজিত হয় এই মেলা। অর্ধ শতাব্দী প্রাচীন এই মেলায় এবারও জাতি উপজাতি সকল অংশের হাজার হাজার পূণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছিল। এই মেলাকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য নলছড় ব্লক প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের সহায়তায় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক তপন দাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, মোহনভোগ সাব জোনাল কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বানীসিং দেববর্মা, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নিমাই দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস। অতিথিগণ তাদের আলোচনায় মেলায় শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এদিকে মোহনভোগ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মোহনভোগে গোমতী নদীর পাড়ে অনুরূপ পৌষ সংক্রান্তি মেলা সংগঠিত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে এখানে এই মেলার সূচনা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবনাথ।

তীর্থমুখে পৌষ সংক্রান্তি মেলা

উদয়পুর, ১৪ জানুয়ারী।। তীর্থমুখে গতকাল সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের কারা মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াং। মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এই মেলায় তীর্থমুখ হাজারো মানুষের মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আজ মানুষের বেশী প্রয়োজন আনন্দ ও ভালোবাসা। এই ধরণের মেলায় সব অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এ ডি সি র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, এই মেলা প্রাঙ্গণ আজ জাতি উপজাতির মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তিনি সবাইকে আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, বিধায়ক প্রিয়মনি দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং, গোমতী জেলা শাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন করবুক মহকুমা শাসক নাগেশ কুমার বি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক বি এ সি র চেয়ারম্যান তরেন্দ্র রিয়াং। এই মেলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খুলেছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সারারাত ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থীরা এই মেলায় সমবেত হয়েছেন। যাতায়াতের সুবিধার্থে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে হাজারো মানুষ তর্পণ সহ অবগাহন করেছেন। ঐতিহ্য মন্ডিত তীর্থমুখের পৌষ মেলা সম্প্রীতির মেলার রূপ নিয়েছে।

মেলার মাধ্যমে ঐক্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন সুদৃঢ় হয়: পর্যটনমন্ত্রী

খোয়াই, ১৩ জানুয়ারী ।। তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, মুঙ্গিয়াকামী ব্লক ও তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে পৌষ সংক্রান্তি মেলা ও প্রদর্শনী। আজ বিকালে প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ২ দিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক বলেন, মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে ঐক্য ও সম্প্রীতির মেল বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এক সময় রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ ছিল, এর ফলে উন্নয়নের কাজকর্ম ঠিকভাবে করা যায়নি। সকলের সহযোগিতায় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল, সড়ক এ গুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। মেলার মাধ্যমে সম্প্রীতিকে আরো শক্তিশালী করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক গৌরী দাস ও মনীন্দ্র চন্দ্র দাস বলেন, শান্তি সম্প্রীতির মেলবন্ধন বজায় না থাকলে মানুষের মধ্যে জাতি সত্তার বিকাশ হয়না। মেলার মাধ্যমে সম্প্রীতির মেল বন্ধন আরো সুদৃঢ় করতে উভয়ই সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক বিপ্লব আচার্য। উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি ধনঞ্জয় দেববর্মা, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুনীল মুন্ডা, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে, ভাইস চেয়ারপার্সন জয়দেব গুহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমলেশ চৌধুরী। এই মেলা ও প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পুর পরিষদ, ব্লক প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক ফিতাকেটে প্রদর্শনী স্টলের উদ্বোধন করেন। মেলাতে উপজাতি নৃত্য, সংগীত, বাউল, গাজন ইত্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে।

২ দিন ব্যাপী উনকোটি মকর সংক্রান্তি মেলা শুরু

কলাসহর, ১৩ জানুয়ারী ।। আজ সন্ধ্যায় সূচনা হয়েছে দু দিনব্যাপী উনকোটি মকর সংক্রান্তি মেলার। মঙ্গলদীপ জ্বেলে মেলার উদ্বোধন করেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীমতি দেবনাথ বলেন, উনকোটি আমাদের গর্ব। উনকোটির নামে আমাদের জেলার নামকরণ হয়েছে। আমরা গোটা বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রেই উনকোটিকে পৌছে দিতে চাই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উনকোটি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান গন্তিরুং রিয়াং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা উন্নয়ন আধিকারিক রূপক ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিংহ বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন বর্ণ-ধর্মের মানুষের বাস। কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা বলেন, ত্রিপুরার মানুষের আতিথিয়তা পর্যটকদের মুগ্ধ করে। এ মেলা সম্প্রীতির। গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ইনুস মিয়া খাদিম উনকোটিকে আরো বেশী করে প্রচারে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুলিন পাল বলেন, এই মেলা জাতি-উপজাতির এক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা উন্নয়ন আধিকারিক কমিশনার কলই, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিস নাথ প্রমুখ।

বিশালগড় বই মেলা ২৪ থেকে ২৮ জানুয়ারী

বিশালগড়, ১২ জানুয়ারী ।। বিশালগড় পুর পরিষদের সভাগৃহে গতকাল ত্রয়োদশ বিশালগড় বইমেলা আয়োজক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভানেত্রীত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বইমেলা আয়োজক কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ২৪ জানুয়ারী থেকে ২৮ জানুয়ারী অফিসটিলাস্থিত যুবক সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ বিশালগড় বইমেলা।

উত্তর জেলায় ২০১৬ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল

ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারী ।। চলতি অর্থ বছরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ২০১টি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ২ হাজার ১৬ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৫৯ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯২ টাকা। ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই কর্মসূচিতে বাইসাইকেল দেয়া হয়। শিক্ষা দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-জয়ন্তী পালিত

কৈলাসহর, ১২ জানুয়ারী ।। উনকোটি জেলা সদরে আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-জয়ন্তী উদযাপিত হয় । সকাল ৮টায় পূর্ব-গোবিন্দপুরে স্বামীজীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় । মাল্যদান করেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগী বরানন্দ মহারাজজী । এ উপলক্ষে দুপুর ১২টায় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে ট্যাবলু সহ ছাত্র-ছাত্রীদের এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে উনকোটি কলাক্ষেত্রে এসে শেষ হয় । সেখানেও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় । স্বামী ত্যাগী বরানন্দ মহারাজজী বলেন, স্বামীজী নারী শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছেন । সবার আগে প্রয়োজন সৎ হওয়া ও চরিত্র গঠন করা । লোভ ও ভয়কে জয় করাই চরিত্র গঠনের মূল কথা । স্বামীজী আজীবন লড়াই

করতে শিখিয়ে গেছেন । বিকেকানন্দ মানেই জাগরণ ও স্বদেশ-প্রেম । ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সম্প্রদায়কে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হতে হবে । ত্যাগ ও সেবাই মানব জীবনের মূল ধর্ম । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের আধিকারিক সুবোধ দেববর্মা । সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা ।

অমরপুরে দু দিনব্যাপী আইনী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১২ জানুয়ারী ।। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং অমরপুর আই সি ডি এস প্রজেক্টের সহযোগিতায় ৪ এবং ৫ জানুয়ারী দু দিনব্যাপী আইনী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অমরপুর পুরোনো টাউন হলে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধক ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন অমরপুর আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পি ও পঙ্কজ দত্ত, সমাজসেবী বাসনা দাস সূত্রধর, সমাজসেবী আলো ভৌমিক, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী, অমরপুরের এস ডি পি ও সৌভিক দে, উদয়পুর কোর্টের এডভোকেট সুমন্তা চক্রবর্তী, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন দীপালি সেন, মহিলা কমিশনের আইন আধিকারিক দেবস্মিতা চক্রবর্তী। দু দিনব্যাপী আইনী সচেতনতা শিবিরে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা নিয়তি রায় বর্মণ।

বিধায়ক পরিমল দেবনাথ রাজ্য মহিলা কমিশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সাংবিধানিক আইন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানা আইন মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তৈরী হয়েছে। এই আইন সম্পর্কে সমাজের নারী পুরুষ সবাই সচেতন নয়। মহিলা কমিশনের এই আইনী সচেতনতা শিবির অমরপুরবাসীর খুব উপকার হবে। বিবাহ নিবন্ধীকরণ শিবিরও হয় ত্রিপুরায়। এর সুযোগ নিতে পারেন দম্পতিরা। তিনি বলেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুধু নারীরাই বলবেন ড্ড এমন নয়। পুরুষদেরও আরও প্রতিবাদী হতে হবে। এসব সমাজ থেকে দূর করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা নিয়তি রায় বর্মণ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। দু দিনের সচেতনতা শিবিরে অতিথিগণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রত্যেকরায় পৌষমেলা ও সংহতি উৎসব ১৪ জানুয়ারী

ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারী ।। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও প্রত্যেকরায় পৌষমেলা ও সংহতি উৎসব আগামী ১৪ জানুয়ারী কালীছড়া ব্লকের প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের প্রত্যেকরায় বড় আখড়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। চার দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলা ও সংহতি উৎসব আগামী ১৭ জানুয়ারী শেষ হবে। এই মেলা ও সংহতি উৎসবের আয়োজক প্রত্যেকরায় বড় আখড়া পরিচালন কমিটি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কালাছড়া ব্লক প্রশাসন। ১৪ জানুয়ারী বিকালে পৌষমেলা ও সংহতি উৎসবের উদ্বোধন করবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক মহ: ফয়জুর রহমান। চারদিনের মেলায় কদমতলা কৃষি মহকুমার উদ্যোগে আয়োজিত হবে কৃষি মহকুমা ভিত্তিক সব্জী প্রদর্শনী। এছাড়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষকে সচেতন করে তোলতে মহড়া দেয়া হবে। থাকবে কবি সম্মেলন, সেমিনার, চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে উন্নয়ন প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হবে। থাকবে স্ব-সহায়ক দলগুলির ষ্টলও।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ১৯ জানুয়ারী

বিশ্রামগঞ্জ, ১২ জানুয়ারী ।। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৯ জানুয়ারী সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ দিন বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে দুপুর ১১টা থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। জেলার তিনটি মহকুমা থেকে মহকুমা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী দল জেলা ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

সোনামুড়ায় উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ১৮ জানুয়ারী

সোনামুড়া, ১২ জানুয়ারী ।। প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৮ জানুয়ারী নবনির্মিত সোনামুড়া টাউন হলে সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আবদুল করিম, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত চেয়ারপার্সন কমলা মজুমদার, এ ডি সি র মোহনভোগ সাব-জোনালের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাণীসিং দেববর্মা, কাঁঠালিয়া বি এ সি র চেয়ারম্যান সহিনন্দ নোয়াতিয়া, বক্সনগর এবং নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানদ্বয় যথাক্রমে জেসমিন আক্তার এবং পরিতোষ দাস, মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবনাথ এবং এ ডি সি র মোহনভোগ সাব-জোনালের চেয়ারম্যান মধুসূদন দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেবেন মোহনভোগ বি এ সি র চেয়ারম্যান কুঞ্জলীলা মুড়া সিং।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে যুব সমাজের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

আগরতলা, ১২ জানুয়ারী ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ছাত্র সমাজ ও যুব সমাজকে রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, ১২৫-১৩০ বছর আগে স্বামীজী বলেছিলেন, সৎ হও, নিষ্ঠাবান হও, অন্যের ক্ষতি করো না, সত্যের সন্ধান করো, সর্বোপরি মানুষকে ভালোবাসো। যা আজও প্রাসঙ্গিক। তাই এই দুই মনীষীর জীবন ও কর্মধারা ছাত্র সমাজকে অনুসরণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার আজ সকালে আগরতলার বিবেক উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় যুব দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও বিবেক জ্যোতি প্রজ্জ্বলন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, স্বামীজী বলেছেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। অন্যের উপর নির্ভরশীলতা নয়, এটা দুর্বলতা। সব কিছুকে জয় করতে পারো, এটা মনে রেখো। তুমি মুচির, চন্ডালের, ব্রাহ্মণের সন্তান কিনা তা বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য তোমার কর্ম। তোমার ভিতর সমস্ত শক্তি লুক্কায়িত আছে, এটা প্রস্ফুটিত করো। মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড়দের যেমন শ্রদ্ধা করবে তেমনি নিজেদের প্রতিও বিশ্বাস রাখবে। তিনি বলেন, স্বামীজী সংস্কৃত ও আরবীতে পন্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতে তিনি দেশের দার্শনিক, গবেষকদের উদার কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনারা যদি

দেশের অগণিত অসহায়, নিরক্ষর, নিপীড়িত, বুভুক্ষুদের কথা মনে রাখেন, ভাবেন তবেই দেশ আপনাদের ভারত হিতৈষী বলবে। তিনি বলেছেন, ধর্ম, ধর্ম, ধর্ম কিসের ধর্ম। তুমি যদি মানুষের ক্ষুধা দূর করতে না পারো তাহলে কিসের ধর্ম। মানুষের মধ্যেই ভগবান বিরাজমান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুঃখের বিষয় আজও দেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহার, অর্ধাহার ও বঞ্চনার শিকার। তাই এই বৃহৎ অংশের জন্য রাষ্ট্রকে তার নীতি পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেন, বিবেকানন্দ একটা কথা সর্বদা বলতেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করো। ব্যবসা-বাণিজ্য করো, ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হও, সংসার করো। কিন্তু সৎ হও, মানুষকে ভালোবাসো। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মায়েদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছেলে-মেয়েদের শুধু নম্বরের পেছনে দৌড়াবেন না। তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করুন। এ কাজটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনও প্রসারিত করতে পারে। তবেই এই অনুষ্ঠান সার্থক হবে। রামকৃষ্ণ, সারদা ও স্বামীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার সোসাইটি অব ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক স্বেচ্ছা রক্তদানের ক্যালেন্ডারেরও প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, আজ সারা পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। তিনি মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক এবং বাণী হিসেবে স্বীকৃত। সমাজ সংস্কারে মাত্র ১০ জন সন্ন্যাসীকে নিয়ে তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন তা আজ পৃথিবী ব্যাপৃত। তাঁর আদর্শ ও উপদেশ যত গ্রহণ করা হবে ততই দেশ উপকৃত হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে আজ ধর্মের নামে, বর্ণের নামে ও আধ্যাত্মিকতার নামে যা চলছে তাতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সবাইকে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমান প্রজন্ম স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করলে দেশ উপকৃত হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা বলেন, রামকৃষ্ণ বলেছেন, তোমার ভেতর চৈতন্যের উদয় হোক। তাকে আরও জাগরিত করতে স্বামী বিবেকানন্দ দেশ-বিদেশের সর্বত্র ধর্মের কথা প্রচার করেছেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের (আগরতলা) সম্পাদক স্বামী হিতকামানন্দজী মহারাজ ছাত্র সমাজকে চরিত্রবান ও নিত্য শরীর চর্চা করার পরামর্শ দেন। স্বাগত ভাষণ দেন বিবেক উদ্যান সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদক জ্যোতিলাল চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা।

অনুষ্ঠানে বিবেক পতাকা উত্তোলন করেন মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা। ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করে। এছাড়া, আয়োজিত হয় আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও যোগাসন। পুলিশ ব্যান্ডে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ।

সংস্থার পক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থদের মধ্যে ৩০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। ভোরে এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। রামকৃষ্ণ মিশন (আগরতলা) ও বিবেকানন্দ সুরক্ষা সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শ্রুতিগীতানন্দজী মহারাজ।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মুখে উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা উৎসর্গ

জাতীয় পতাকা আমাদের দেশের গৌরবের প্রতীক : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জানুয়ারী ।। রাজ্য সংগ্রহশালা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রধান গেইটে আজ বিকেলে এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাবাসীর কাছে উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা উৎসর্গিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই সুউচ্চ পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী এবং ও এন জি সি-র এসেট ম্যানেজার জি কে সিংহরায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উজ্জয়ন্ত প্যালেস কমপ্লেক্সের সম্মুখে এই উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকাটি স্থাপন ও নির্মাণ করেছে ও এন জি সি ত্রিপুরা এসেট। এই উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা এখানে উৎসর্গিত করায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে ও এন জি সি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার উজ্জয়ন্ত প্যালেসে রাজ্য সংগ্রহশালায় ৫টি নতুন গ্যালারীর উদ্বোধন করেন। তাছাড়া উজ্জয়ন্ত প্যালেস কমপ্লেক্সে এই প্রাসাদের নির্মাতা ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের ব্রোঞ্জ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি তৈরী করেছেন চারু ও কারুকলা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মতিলাল কলই। মুখ্যমন্ত্রী এদিন উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকার কাছে বিপ্লবী সূর্য সেনের নবনির্মিত মর্মর মূর্তিতেও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই মূর্তিটি তৈরী করেছেন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, জাতীয় পতাকা আমাদের দেশের গৌরবের প্রতীক। এই পতাকার সাথে আমাদের জাতীয় সম্মান জড়িত। কোনও সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাতে কেউ এই পতাকা ব্যবহার না করে সেজন্য সচেতন থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পতাকার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের দেশের জওয়ানরা প্রতিবছর প্রাণ দিচ্ছেন। যে পতাকা এখানে উত্তোলিত হলো রাজ্যবাসী তা গর্ব অনুভব করে পরিদর্শন করবেন এবং তার সম্মান রক্ষায় সচেতন থাকবেন। এই পতাকা দিবারাত্র উত্তোলিত থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সরকার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে রাজ্য সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে রাজন্য শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসের এই ধারাকে স্থায়ী রূপ দিতেই এখানে এই রাজ্য সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিহাসের চলার গতিপথকে ধরে রাখতে শুধু ত্রিপুরা নয় জাতীয় প্রেক্ষাপটে সমগ্র উত্তর-পূর্বের জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি এখানে রক্ষিত আছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের নবীন প্রজন্ম এখানে আসুক। শুধু চোখে দেখার জন্য নয় এর গভীরে যাক তারা। আমাদের অগ্রগতি-বিকাশের ধারাড্ড মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশকে তারা যাতে জানতে পারে সে জন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা উদ্যোগ নিন। আমাদের নবীন প্রজন্মকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই তারা যোগ্য নাগরিকের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রধান গেইটে যে সুউচ্চ পতাকা উত্তোলিত হলো তা রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করলো। এটা আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক ও গৌরবের দিন। সেই সাথে রাজ্য সংগ্রহশালায় আরও পাঁচটি গ্যালারী নতুনভাবে যুক্ত হলো। তিনি বলেন, এই সংগ্রহশালায় ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বের জীবনধারা, মানুষের ইতিহাস, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধরে রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্বের মানুষের ইতিহাস জানার জন্য এই সংগ্রহশালা দারুণভাবে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও এন জি সি-র এসেট ম্যানেজার জি কে সিংহরায় বলেন, ত্রিপুরার জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। রাজ্যের এই ঐতিহাসিক প্রাসাদের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের মতো ঐতিহাসিক স্থানে এই সুউচ্চ জাতীয় পতাকা রাজ্যবাসীর জন্য উৎসর্গ করা হলো। এতে এই স্থানটি আরও আকর্ষণীয় হলো। পর্যটকদের কাছেও এই পতাকা আকর্ষণীয় হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নে ও এন জি সি বরাবরই যুক্ত। এই প্রচেষ্টা আগামী দিনেও থাকবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. বিপ্রদাস পালিত বলেন, দেশের অন্যান্য মেট্রোসিটির মতোই আগরতলা শহরেও উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলো। এটা আমাদের রাজ্যের কাছে গৌরবের। তাছাড়া আজ রাজ্য সংগ্রহশালায় ৫টি নতুন গ্যালারী যুক্ত হলো। নতুন ৫টি গ্যালারী উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূমিকা, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার ভূমিকা, উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্ট এন্ড ক্র্যাফট, উত্তর-পূর্ব ভারতের জীবনধারা সম্বলিত। তাছাড়াও অতুলনীয় একটি ডিজিটাল গ্যালারী যুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৩ সালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে রাজ্য সংগ্রহশালা চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ২৫ হাজার পর্যটক এখানে এসেছেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষক এসেছেন ৫ লক্ষের উপর।